ইসলামে বাইআত

মাওলানা মোঃ আবূ তাহের

গ্রন্থনা : আবদুছ ছবূর চৌধুরী

ECS
Education Center Sylhet

লেকচার সিরিজ-১

ইসলামে বাইআত

البيعة في الإسلام

(এডুকেশন সেন্টার সিলেট কর্তৃক ২৮শে এপ্রিল ২০১০ ইং বুধবার বাদ মাগরিব ই.সি.এস কনফারেন্স হলে আয়োজিত "ইসলামে বাইআত: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা" শীর্ষক সেমিনারের প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক ও গবেষক মাওলানা মোঃ আবু তাহের এর প্রদত্ত ভাষণ।)

গ্রন্থনা ঃ আব্দুছ ছবুর চৌধুরী
চেয়ারম্যান, এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)

প্রকাশনায় ঃ **এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)**
পশ্চিম সুবিদ বাজার, লাভলী রোড মোড়,
সুনামগঞ্জ রোড, সিলেট-৩১০০।
মোবাইল-০১৭১২ ৬৬ ৮৩ ৪৫

Email : ecs.sylhet@gmail.com

১ম প্রকাশ ঃ মে ২০১০ ইংরেজী

অক্ষর বিন্যাস ঃ শুয়াইব আহমদ নোমান
পরিচালক, ই.সি.এস কম্পিউটারস্ ল্যাব, সিলেট।

মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ ঃ হেরা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

....

Bai'yah (Pledge) in Islam

Written By : Md. Abu Taher
Published By : Education Cente Sylhet (ECS)
Price : 10 Taka Only

ইসলামে বাইআত

হে মহোদয়গণ! يا أيها الحاضرون الكرام

বাংলায় প্রসিদ্ধ বাইআত শব্দটি আরবী। এর সঠিক উচ্চারণ বাই'আহ। অর্থ আনুষ্ঠানিক আনুগত্য, আনুগত্যের চুক্তি। ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর কর্তৃক রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলী ও সাধারণ নাগরিকদের আনুগত্যের অঙ্গিকার বা বাই'আহ গ্রহণ শরীয়াত সম্মত। অনুরূপ ভাবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন যোগ্য নেতার নিকট নির্বাচকমণ্ডলী ও সাধারণ মানুষের বাই'আহ গ্রহণ বৈধ অথবা কোন ইসলামী রাষ্টের আমীরের মৃত্যুতে বা অপসরণে নতুন নির্বাচিত আমীরের রাষ্ট্র পরিচালকমণ্ডলী ও জনসাধারণের বাই'আহ গ্রহণ ইসলামী বিধান সম্মত। আর এই ধরণের বাই'আহ ভঙ্গকারী কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত হবে। আজকের এই সেমিনারে আমরা ইনশাআল্লাহ জানব।

১. বাই'আহ পরিচিতিঃ	تعريف البيعة
২. বাই'আহ এর স্বরূপঃ	أنواع البيعة
৩. বাই'আহ এর প্রকারভেদঃ	أقسام البيعة
৪. বাই'আহ এর ক্ষেত্রঃ	مواضع البيعة
৫. বাই'আহ এর শর্তাবলীঃ	شروط البيعة
৬. বাই'আহ এর হুকুমঃ	حكم البيعة
৭. বাই'আতের পদ্ধতিঃ	صور البيعة
৮. বাই'আহ ভঙ্গের বিধানঃ	حكم نكث البيعة
৯. আধুনিক বাই'আহঃ	البيعة المعاصرة
১০. বাই'আহ বিহীন সামাজিক কার্যকলাপ এর ধরণঃ	المعاملات بدون البيعة

আসুন! আমরা বিস্তারিতভাবে জেনে নেই।

বাই'আহ পরিচিতিঃ تعريف البيعة

বাই'আহ এর আভিধানিক অর্থ হলো ক্ষমতা প্রদান ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ,[১] আনুগত্যের শপথ, চুক্তি,[২] আনুষ্ঠানিক আনুগত্য, আনুগত্যের চুক্তি,[৩] প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা, ক্রয় বিক্রয় করা প্রভৃতি।[৪]

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় বাই'আহ হলোঃ

إعْطَاءُ الْعَهْدِ مِنَ الْمُبَايِعِ عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ للأمِيْرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فِيْ الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَدَمِ مُنَازَعَتِه الأمْرِ وَتَفْوِيْضِ الإمُوْرُ إلَيْه.

বাই'আহ গ্রহণকারীকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, কষ্টে ও সহজ কাজে নাফরমানী ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য করা, তার নির্দেশের বিরোধীতা না করা ও তার সকল কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্যে অঙ্গিকার প্রদান করা।[৫]

বাই'আহ এর স্বরূপঃ انواع البيعة

রাসূল (ﷺ) সাহাবাদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাই'আহ গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে এসবের একটি ধরণ প্রদত্ত হলঃ

(ক) ইসলামের প্রতি বাই'আহ ঃ البيعة علي الإسلام

রাসূল (ﷺ) ইসলামের প্রতি বাই'আহ গ্রহণ করেছেন। এটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

হে নাবী (ﷺ)! মুমিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বাই'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বাই'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

---

১. ড. ইব্রাহীম মাদকুর গং, আল মুজামুল ওয়াসিত (ভারতঃ জাকারিয়া বুকডেপু, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খৃঃ) পৃঃ৭৯।

২. আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিজ বালয়াভী, মিসবাহুল লুগাত (ইসলামী একাডেমী, লাহোর, ১৯৮৮ খৃঃ) পৃঃ ৮০।

৩. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী - বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা ইসলামিয়া কুতুবখানা) পৃঃ ১৯৮।

৪. মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন আল আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় পুনঃমুদ্রণ, ১৯৯৯ খৃঃ) পৃঃ ৭৪৫।

৫. আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন সুলাইমান আদ-দামীজী, আল ইমামাতুল উজমা ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (রিয়াদঃ দারুত ত্বয়্যিবাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৯ হিঃ) পৃঃ ১৯৯।

৬. সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াতঃ ১২।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلَي شَهَادَةِ اَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) এর নিকট আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য প্রদান, ছালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, আমীরের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা এবং সকল মুসলিমের জন্যে শুভকামনার উপর বাই'আহ গ্রহণ করেছি।[৭]

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ اَلَي النَّبِيُّ عَلَى ﷺ فَقَالَ بَا يِعْنِيْ عَلَي الإِسْلاَمِ فَبَايَعَهُ عَلَي الإِسْلاَمِ.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, ইসলামের উপর আমাকে বাই'আহ দিন। রাসূল (ﷺ) তাকে ইসলামের উপর বাই'আহ দিলেন।[৮]

(খ) জিহাদের উপর বাই'আহঃ البيعة علي الجهاد

এমর্মে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা কখনও হত্যা করে এবং কখনও নিহত হয়ে যায়, এর (অর্থাৎ এই যুদ্ধের) দরুণ (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে এবং কুরআনে আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাকো তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা সম্পাদন করছো, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।[৯]

---

৭. আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী (মাকতাবাতুস সালাফীয়া ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৭০; মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল, আল জামি, বাব নং ৬৮; মুসলিম, ১/৫৬, ৭৫।

৮. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাব নং ৫০; ফাতহুল বারী ১৩/২০৫।

৯. সূরা তাওবাহ ১১১।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

যারা তোমার বাই'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বাই'আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।[১০] আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.

মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরুস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।[১১] হাদীসে এসেছে,
মুহাজির ও আনসারগণ খন্দকের যুদ্ধে বলেছিলেনঃ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَي الْجِهَادِ مَا حَيِّينَا أَبَدًا.

আমরাই তারা যারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট বাই'আহ নিয়েছি জিহাদের উপর যতক্ষণ আমরা জীবিত থাকব।[১২]

(গ) হিজরতের উপর বাই'আহঃ البيعة علي الهجرة

এটি ইসলামের শুরুতে ছিল। মক্কা থেকে মদিনা আসার পর এটা বন্ধ হয়ে যায়। যেমন মুজাশিয়ু বিন মাসউদ তাঁর ভাইকে নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বললেন, তাকে হিজরতের উপর বাই'আহ প্রদান করুন। রাসূল (ﷺ) বললেন হিজরত চলে গেছে আমি তাকে ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণের উপর বাই'আহ প্রদান করি।[১৩]

(ঘ) পৃষ্ঠ-পোষকতা ও প্রতিরক্ষার প্রতি বাই'আহঃ البيعة علي النصرة المنعة

রাসূল (ﷺ) ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রতিরক্ষার জন্যে তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুজন মহিলার নিকট বাই'আহ নিয়েছিলেন। যেটাকে বাই'আতুল উকবাতুস সানিয়্যা বলা হয়। এখানে রাসূল (ﷺ) তাদের নিকট বাই'আহ নিয়েছিলেন তারা যেভাবে নিজেদের স্ত্রী পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের প্রতিরক্ষা করে থাকে তেমনি রাসূল (ﷺ)-কে প্রতিরক্ষা করবে।[১৪]

---

10. সূরা ফাতহ, আয়াতঃ ১০।
11. সূরা ফাতহ, আয়াতঃ ১৮।
১২. বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১১০।
১৩. বুখারী, মুসলিম, বুখারী কিতাবুই জিহাদ, বাব নং ১১০।
14. আহমদ, মুসনাদ, হা/১৫২৩৭, সানাদ সহীহ।

(ঙ) শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর বাই'আহঃ البيعة علي السمع والطاعة

এটি হল ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর কর্তৃক রাষ্ট্র পরিচালক মন্ডলী ও জনগণের বাই'আহ। এর প্রমাণে বহু হাদীস রয়েছে। নিম্নে উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীস প্রদত্ত হল:

قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ও প্রতিজ্ঞার উপর বাই'আত করেছিলাম যে, আমরা মেনে চলব এবং আনুগত্য করব শান্তিতে অশান্তিতে, সুখে এবং দুঃখে। আমাদের উপর কোন ব্যক্তিকে প্রাধান্য দান করলেও আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব, ক্ষমতা ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা করবো না। সত্যের উপর অটল থাকব, আমরা যখন যেখানে থাকিনা কেন, আল্লাহর পথে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে এতটুকু পরওয়া করব না।[১৫]

বাই'আহ এর প্রকারভেদঃ اقسام البيعة

বাই'আহ দুই প্রকার। যথাঃ বাই'আতুল ইনয়িক্বাদ ও আল বাই'আতুল আম্মাহ।[১৬]

বাই'আতুল ইনয়িক্বাদঃ

এটি হলো ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর নির্বাচনের জন্যে নির্বাচক পরিষদের বাই'আহ। তারা কোন একজন যোগ্য আমীর নির্বাচন করে তাকে সাহায্য ও তার আনুগত্য করার জন্যে বাই'আহ গ্রহণ করবে। তারপর অন্যরা তার নিকট বাই'আহ গ্রহণ করবে। আর এই বাই'আহ খুলাফায়ে রাশেদার সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটা প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছিল না। এটা গণতান্ত্রিক সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এর মত। পার্থক্য এতটুকু গণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের কাছে বাই'আহ নিতে হয় না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের কাছে বাই'আহ ঈমানী বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। সরকার গঠনের এই বিশেষ বাই'আহকে বাই'আতুল ইনয়িক্বাদ বলে।

বাই'আতুল আম্মাহ বা সাধারণ বাই'আহঃ

এটি নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক আমীর নির্বাচন করার পর তারা আমীর হিসাবে যার নাম ঘোষনা করবেন। তারপর নির্বাচকমন্ডলী নির্বাচিত আমীরের বাই'আহ গ্রহণ করবেন। অতঃপর সাধারণ মুসলিমগন তার কাছ থেকে বাই'আহ বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন। যেমন প্রথম খলীফা নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী সাকীফাহ বানী সাআদাহ এ আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচন করেন, তারপর উমর (রা.) জনগনকে সংবাদ দেন আবু বকরকে আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আপনারা তার কাছে

---

15. মুসলিম, মিশকাত, মিনা বুক হাউস হা/৩৪৯৭।

16. আল ইমামাতুল উজমা, পৃঃ ২২০।

বাই'আহ নিন। তখন সাধারণ মুসলিমগণ ও তার নিকট বাই'আহ গ্রহণ করলেন। এটাই হলো সাধারণ বাই'আহ।

বাই'আহ এর ক্ষেত্রঃ مواضع البيعة

সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্রে আমীরের প্রয়োজন হয় যার নিকট বাই'আহ গ্রহণ ওয়াজিব। যথাঃ
১. ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর নির্বাচনের জন্যে।
২. আমীরের মৃত্যুতে নতুন আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে।
৩. ইসলামী বিধানের আলোকে পদচ্যুত আমীরের স্থলে নতুন আমীর মনোনয়নে।

বাই'আহ এর শর্তাবলীঃ شروط البيعة

প্রতিটি কাজের শর্ত ও তা ভঙ্গের কারণ রয়েছে। যেমন ইসলাম গ্রহণের শর্তাবলী, ইসলাম ভঙ্গের কারণাবলী, অযুর শর্তাবলী, অযু ভঙ্গের শর্তাবলী, সিয়ামের শর্তাবলী, সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ, অনুরূপভাবে বাই'আহ এর শর্তাবলী ও বাই'আহ ভঙ্গের কারণাবলী রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান শর্তগুলো বর্ণিত হলোঃ

(ক) ইসলামী নেতৃত্ব শর্তসম্পন্ন ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর থাকা।
(খ) নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত আমীর থাকা।
(গ) পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে বাই'আহ হওয়া।
(ঘ) আমীর একজন হওয়া।

আমীর একজন হতে হবে, একজনের অধিক আমীর হলে তখন বাই'আহ চলবে না। কারণ হাদীসে দু'জন বাই'আহ নিলে দ্বিতীয় আমীরকে হত্যার কথা বলা হয়েছে। কারণ, এটা ইসলামী শরী'আতে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ।

বাই'আহ এর হুকুমঃ حكم البيعة

ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, বাই'আহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর যথাযথভাবে আদায় করা ওয়াজিবে কিফায়্যা। কিছুসংখ্যক মানুষ আদায় করলে সবার পক্ষে আদায় হয়ে যাবে যেমন জানাযার ছালাত।[১৭]

বাই'আতের পদ্ধতি : صور البيعة

বাই'আহ এর প্রধান তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথাঃ ১. হাতের উপর হাত রেখে বাই'আহ। ২. শুধু কথার মাধ্যমে বাই'আহ। ৩. চিঠির মাধ্যমে বাই'আহ।

---

[17]. আবু ইউলা মুহাম্মাদ বিন হাসান আল কাররা (মৃত্যু ৪৫৮হিঃ), আল মুতামিদ ফি উসূলিদ দ্বীন তাহক্বীকঃ ড. ওয়াদীয়ু যায়দান (বৈরুতঃ মাকতাবাতুশ শারক্বীয়াহ) পৃ২৫৪; আল্লামা সামনানী, রওযাতুল কাযাহ ওয়া ত্বরীকুন নাজাহ, পৃঃ ০২; ১/৬৯; আলী বিন মুহাম্মাদ মাওয়ার্দী (মৃত্যুঃ ৪৫০ হিঃ) আল আহকামুস সুলত্বানিয়্যাহ ওয়াল ওয়ালিয়াতুল দ্বীনীয়্যাহ (কায়রোঃ শিরকাতু মাকতাবাহ, তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ১৫; কাম আবু ইউলা মুহাম্মাদ বিন হুসাইন (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হিঃ) তাহক্বীকঃ মুহাম্মাদ হামিদ ফিকয়ী (মিশরঃ শিরকাতু মাকতাবাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৬ হিঃ) পৃঃ ২৭।

১. হাতের উপর হাত রেখে বাই'আহঃ

হাতের উপর হাত রেখে বাই'আহ শরী'আত সম্মত। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

যারা তোমার বাই'আহ গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বাই'আহ গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।[১৮]

২. শুধু কথার মাধ্যমে বাই'আহঃ

শুধু কথার মাধ্যমে বাই'আহ ইসলামে স্বীকৃত। বিশেষ করে এটি মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহিলা আমীরের হাতে হাত রাখবেন না। বরং আমীর অঙ্গীকারের বিষয়াবলী পাঠ করে তাদের নিকট মৌখিক স্বীকৃতি নিবেন মাত্র।[১৯]

৩. চিঠির মাধ্যমে বাই'আহঃ

চিঠির মাধ্যমে বাই'আহ ইসলামে বৈধ হয়েছে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লোকেরা 'আব্দুল মালিকের নিকট বাই'আত নিল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তার কাছে চিঠি লিখলেন- আল্লাহর বান্দা, মু'মিনদের নেতা আব্দুল মালিকের প্রতি, আমি আমার সাধ্য মোতাবেক আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী তাঁর কথা শোনার ও তাকে মেনে চলার অঙ্গীকার করছি আর আমার ছেলেরাও তেমনি অঙ্গীকার করছে।[২০]

বাই'আহ ভঙ্গের বিধানঃ حكم نكث البيعة

বাই'আহ যদি ইসলামের উপর হয়। আর এই বাই'আহ যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। তখন সে কাফির মুরতাদ এ পরিণত হবে। এই বাই'আহ কেবলমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর জন্যে খাছ ছিল। তাঁর অবর্তমানে এখন ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাই'আহ লাগবে না বরং কালেমায়ে শাহাদাহ পাঠ ও ইসলাম কবুল করলেই মুসলিম হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে হিজরতের উপর বাই'আহ ও মক্কা বিজয়ের পর শেষ হয়ে গেছে।

---

18. সূরা ফাতহ, আয়াতঃ ১০।

19. সুনানু ইবনে মাযাহ হা/২৮৭৫; সিলসিলাতু আহাদীসিছ ছহীহা হা/৫২৯।

20. বুখারী, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ, খন্ড, হা/৭২০৫।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের নিকট আনুগত্যের বাই'আহ ওয়াজিব। এটা পরিত্যাগকারী কবীরা গুনাহ সম্পাদন কারী পাপী হবে। এজন্যে যে আল্লাহর নিকট শাস্তি যোগ্য অপরাধী হবে। তবে সে ঈমান থাকায় কাফির বা মুরতাদ হবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের কথা শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্য করার প্রতি বহু হাদীস এসেছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস প্রদত্ত হলোঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কেউ তার আমীরের নিকট অপছন্দনীয় কিছু করতে দেখলে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। কেননা, যে কেউ জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবার পর মৃত্যুবরণ করবে, সে অন্ধকার যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে।[২১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (رواه مسلم)

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ)-কে বলেছেন, যে কেউ শাসকের আনুগত্য হতে দূরে সরে যায় এবং মুসলিম জামা'আত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তদবস্থায় তার মৃত্যু হলে বর্বরতার উপরই তা হবে। আর যে কেউ এমন ঝাণ্ডার নীচে যুদ্ধ করে যার হক নাহক সম্পর্কে অবগতি নেই; বরং সে গোত্রীয় ক্রোধের বশীভূত হয় বা বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লোকদেরকে সেদিকে ডাকে। অথবা বংশীয় প্রেরণায় সাহায্য করে। এমতাবস্থায় সে নিহত হলে বর্বরতার উপরই নিহত হবে। আর যে কেউ আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং ভাল মন্দ সকলের উপর হামলা করে, এমনকি তা হতে আমার কোন মু'মিন উম্মাতও রেহাই পায় না। আর আশ্রিত তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিও পূরণ করে না। এমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তারও আমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।[২২]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (متفق عليه)

---

[21]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৯৯।

[22]. মুসলিম ১৮৪৮, মিশকাত, মিনা বুক হাউস হা/৩৫০০।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইমাম শাসকের আনুগত্য হতে হাত উঠিয়ে নেয়, কিয়ামত দিবসে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার নিকট ওজর-আপত্তির কোন যুক্তি থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে ইমাম বা শাসকের আনুগত্যের বাই'আত করেনি। সে বর্বরতার উপর মৃত্যুবরণ করবে।[২৩]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ বনী ইসরাঈলের উপর বাদশাহীও করতেন। একজন নবী মৃত্যুবরণ করলে অন্য আরেকজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন; কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অবশ্য খলীফা বা প্রতিনিধি হবে এবং তারা বহুসংখ্যক হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমাদেরকে কি করতে হবে বলেন? তিনি যদি আমাদের এমন শাসন নিযুক্ত করেন, যে আমাদের নিকট হতে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায় কিন্তু আমাদের প্রাপ্য আদায় করে দিতে অস্বীকার করে? তিনি বলেন, তাদের আদেশ শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। কেননা, তাদের কর্তব্য হল, তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করা আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করা।[২৪]

عَن الحَارِث الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ رواه أحمد والترمذي

হারেস আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূর (ﷺ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। যথাঃ ১. মুসলিমদের জামাত এবং সংগঠনের সাথে নিজেকে জড়িত রাখবে। ২. আমীরের নির্দেশ মেনে চলবে। ৩. শরী'আতের নির্দেশ ভঙ্গ না করা পর্যন্ত আমীরের আনুগত্য করবে। ৪. হিজরত করবে। ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আসলেই যে ব্যক্তি মুসলমানদের জাম'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরিল,

---

23. মুসলিম, মিশকাত, মীনা বুক হাউস হা/৩৫০৫।

24. মুসলিম, মিশকাত, মীনা বুক হাউস হা/৩৫০৬।

সে নিশ্চয়ই তার গলদেশ হতে ইসলামের রশি খুলে ফেলল। যে পর্যন্ত না সে ফিরে এসে পূনরায় ঐ জাম'আতের সাথে মিলিত হয়। আর যে ব্যক্তি বর্বর যুগের রীতি-নীতির দিকে অনুষদেরকে আহ্বান সে দোযখীদের অন্তর্ভূক্ত। চাই সে সাওমব্রত পালন করুক, ছালাত আদায় করুক এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করুক।[২৫]

আধুনিক বাই'আহঃ البيعة المعاصرة।

আধুনিক কালে বিভিন্ন সংগঠন ও দলে দলীয় প্রধান বা আমীর কর্তৃক কর্মীদের বাই'আহ এর বিধান দেখা যায়। তারা এই বাই'আহকে ফরয মনে করেন। বাই'আহ বিহীন মৃত্যুকে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হিসাবে বিশ্বাস করেন। তারা ঈমান হারানোর ভয়ে তাদের শ্রদ্ধেয় নেতার নিকট বাই'আহ নিয়ে ঈমান রক্ষার চেষ্টা করছেন এবং তাকেই (দলীয় প্রধানকে) খলীফার মর্যাদা দিয়ে তার প্রতি সর্বপ্রকার আনুগত্য পেশ করছেন। এই বাই'আহ ভঙ্গকারীকে তারা দ্বীনচ্যুত অপরাধ ভাবেন। তাদের দলীল নিম্ন অর্থবোধক হাদীস সমূহ।

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ : قال وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে ব্যক্তি মারা গেল। আর তার গলদেশে বাই'আহ নেই। সে জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যু বরন করল।[২৬]

পর্যালোচনা: উপরোক্ত হাদীস ও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীসের এর পর্যালোচনা নিম্নভাবে করা যায়।

ক. হাদীসের মুল উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করাঃ উপরোক্ত হাদীস ও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীসের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করা হয়েছে বলে হাদীস বিশারদগণ মনে করেন। কারণ, উপরোক্ত হাদীস ইসলামী রাষ্ট্রের শারঈ আমীর এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর নেই সেখানে বাই'আহ বিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে না। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন সুলাইমান বলেন,

فالمقصود ان البيعة حكم شرعي، له شروط وموانع جاء الشرع بها، فمتي تحققت الشروط وانتفت الموانع وجب الحكم واما لا فلا. نحو الزكاة فهي الركن الثالث من اركان الا سلام وقد توعد الشارع من لم يؤدها باشد العذاب ولكن هذا الوعيد لا يقع الاعند ما يملك الإنسان المال الذي فيه زكاة، ويكتمل النصاب، ثم يحول عليه الحول وغير ذلك من الشروط، ثم يمنع زكاته وكذلك هنا فاذا كان هناك إمام شرعي وامتنع المسلم من البيعة، عند ذلك يقع في الوعيد الذي نص عليه الحديث.

---

25. আহমদ, তিরমিযী, মিশকাত, আলবানী,হা/৩৬৯৪,সানাদ ছহীহ।

26. মুসলিম, কিতাবুল ইমারত, ৩/১৪৭৮।

বাই'আহ হলো শারঈ বিধান। এর রয়েছে শর্তাবলী ও ভঙ্গের কারণাবলী, শরী'আত এভাবে এটা নিয়ে এসেছে। সুতরাং যখন শর্তাবলী বিদ্যমান থাকবে এবং ভঙ্গের কারণাবলী দুরভুত হবে তখন বাই'আহ ওয়াজিব হবে। অন্যথায় হবে না। যেমনঃ যাকাত, এটি ইসলামের রুকন সমূহের মধ্যে তৃতীয় রুকন। যারা যাকাত দেয় না তাদের জন্যে শরী'আত প্রণেতা কঠোর শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু এই শাস্তিতো তার উপর প্রযোজ্য যার যাকাতের মালের শর্ত ও নিসাব মাফিক মালিক হয়েছে। মালিক হওয়ার পর যদি সে যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে তার প্রতি এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে বাই'আহ এর জন্যে লাগবে শারঈ ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান। এটা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি কেউ তা অস্বীকার করে তাহলে বাই'আহ সংক্রান্ত হাদীসের শাস্তি তার উপর বর্তিবে। অন্যথায় না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ বলেন,

قد سئل الامام احمد رحمه الله عن حديث : ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " ما معناه فقال اتدري ماالامام. الامام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا امام فهذا معناه.

ইমাম আহমদ (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো "যে মারা গেল অথচ তার ইমাম নেই তাহলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল" এর ভাবার্থ কী? তিনি বললেন তুমি জান ইমাম বা নেতা পরিভাষাটা কী? ইমাম হলো ঐ নেতা যার বিষয়ে সমস্ত মুসলিম একমত। তিনি বললেন ইনি হলেন ইমাম। আর এই হাদীসের অর্থ হলো এই।[২৭]

উপরন্তু এই হাদীসের বর্ণনাকারী বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর অন্যদের চেয়ে বেশী বুঝছেন এই হাদীস। তার বিষয়ে ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ইবনে উমর আলী অথবা মুআবিয়ার নিকট বাই'আহ নিতে জনগনকে নিষেধ করেন। অতঃপর যখন হাসান বিন আলী ও সমস্ত মুসলিম মুআবিয়ার বিষয়ে একমত হন তখন মুআবিয়া (রা.) নিকট তিনি বাই'আহ গ্রহণ করেন।[২৮]

আল্লামা আলবানী বলেনঃ

واعلم أن الوعيد المذكور إنما هو لمن لم يبايع خليفة المسلمين وخرج عنهم وليس كما يتوهم البعض أن يبايع كل شعب أو حزب رئيسه بل هذا هو التفرق المنهي عنه في القرآن الكريم

জেনে রাখ! হাদীসে উল্লেখিত ধমক (জাহেলিয়াতের মৃত্যু) এটা হলো যে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফার নিকট বাই'আহ করেন না এবং তাদের (সরকারের) অনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। এটা প্রত্যেক দল বা সংগঠনের বাই'আহ নয়। যেমন কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। বরং এ ধরনের বাই'আহ হলো ফিরকাবন্দী বা দলাদলী সৃষ্টি করা। আর আল কুরআন এ ধরনের দলাদলী নিষেধ করেছে।[২৯]

---

27. আবু বকর বিন আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারুন, আল মুসনাদ বিন মাসাঈলিল ইমাম আহমদ (পান্ডুলিপি ফটোকপি) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা, লাইব্রেরী।

28. ফাতহুল বারী ১৩/১৯৫' আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/১২১; মুসনাদে আহমদ ৩/৩০।

29. সিলসিলাতুল আহাদিসিছ ছহীহা হা/৯৮৪ এর আলোচনা।

খ. বাই'আহ এর হুকুম হলো ফরযে কেফায়া বা কিছু সংখ্যক মানুষ আদায় করলেই বাকীদের আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং সর্বসাধারণ মানুষ বাই'আহ বিহীন মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে না।

গ. বাই'আহ গ্রহণ করবেন একজন আমীর। অন্য কোন আমীর বাই'আহ প্রদান করলে দ্বিতীয় জন হত্যাযোগ্য অপরাধী হিসাবে হাদীসে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বাই'আহ যদি আধুনিক প্রক্রিয়ায় জায়েয হয় তাহলে প্রশ্ন আসবে কার বাই'আহ চলবে আর কারা হত্যাযোগ্য হবেন। অতএব এসব ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীস প্রযোজ্য নয়।

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের নিকট বাই'আহ গ্রহণ ফরজে কেফায়া। এটা সংশ্লিষ্ট কেউ অস্বীকার করলে বা ভঙ্গ করলে সে একটি কবিরা গুনাহের পাপী হবে। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামআতের আকীদা হলো কবিরা গুনাহকারী ইসলাম থেকে খারিজ নয়। সে পাপী মুসলিম। সুতরাং এই বাই'আহ বিহীন ইন্তেকাল করলে কবীরা গুনাহের সাথে মৃত্যু হবে। এ জাহিলিয়াত বলতে ইসলাম হতে মুরতাদ জাহিলিয়্যাহ মৃত্যু নয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি বাই'আহ বিহীন মুসলিম কাফির না হয়। তাহলে কিভাবে তথাকথিত দলীয় বাই'আহ বিহীন মুসলিম দ্বীনচ্যুত পাপে শামিল হতে পারে? অতএব অধুনিক বাই'আহ এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত ও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস উপস্থাপন হাদীসের স্পষ্ট অপপ্রয়োগ।

অতএব কোন এক আমীরের বাই'আহ এর ভিত্তিতে ঈমানী ভালবাসা ও বৈপরিত্য সৃষ্টি করা। কুরআন ও হাদীসের যাচাই-বাছাই ছাড়া তার সকল আদেশকে আদেশ হিসাবে, নিষেধকে বর্জনীয় হিসাবে গ্রহণ করা। অন্য কোন আলিম এর কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক কথা গ্রহণ না করা। ইসলামে আছে কিন্তু দলীয় অনুমোদন নেই বলে তা গ্রহণ করা যাবে না। এরূপ নিঃশর্ত আনুগত্য ইসলামে স্বীকৃত নয়।

বরং এ ধরনের অবস্থায় মুসলিমদের প্রতি নিম্ন হাদীস প্রযোজ্য হবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مُخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيْ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ " . قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ : " قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِيْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا " . قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا . قَالَ : " هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا " . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِيْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

وَإِمَامَهُمْ " . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ ؟ قَالَ : " فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ : " يَكُوْنُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ إِنْسٍ " . قَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الأَمِيْرَ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ "

হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, লোকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট ভালোর বিষয়ে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করতাম-এ কারণে যে, আমি তাতে লিপ্ত না হয়ে পড়ি। হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মুর্খতা ও বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণ অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম দান করলেন। তবে কি এ কল্যাণের পর আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে! তবে তা হবে ধূয়াটে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে ধূয়া কি ধরণের? তিনি বললেন, লোকজন আমার সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে অন্য রীতি-নীতি গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে দিয়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। সে সময় তুমি তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় রকম কাজই দেখতে পাবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জাহান্নামের দরজায় দাড়িয়ে কতক আহ্বানকারী লোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাদেরকে আহ্বানকারীরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দান করুন। তিনি বললেন, তারা তোমাদের মতই মানুষ হবে এবং তোমাদেরই মত কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে জামানায় পৌছলে তখন আমাকে কি করতে বলেন? তিনি বললেন, তখন তুমি জাম'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, ঐ সময় যদি কোন মুসলিমদের জাম'আত এবং ইমাম না থাকে, তাহলে কি করব? তিনি বললেন, তখন তুমি সকল ফিরকাকে পরিত্যাগ করবে, তোমাকে কোন গাছের শিকড়ে আশ্রয় নিতে হলেও এবং তুমি তখন তোমার মৃত্যু পর্যন্ত নির্জনতা অবলম্বন করে থাকবে।

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার মৃত্যুর পর এমন কতক ইমাম ও শাসকের আর্বিভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত ও রীতি-নীতি অনুযায়ী কাজ করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কতক লোকের আর্বিভাব ঘটবে, যারা আকার-আকৃতিতে এবং চেহারা-ছুরতে তোমাদের মতই মানুষ হবে; কিন্তু তাদের অন্তরগুলো হবে শয়তানের অন্তরের মত। হোযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যামানায় আমি পৌছলে তখন আমি কি করব?

তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার শাসকের কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। যদিও তারা তোমাকে প্রকাশ্যে প্রহার করে ও তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়।[৩০]

বাই'আহ বিহীন সামাজিক কার্যকলাপ এর ধরনঃ المعاملات بدون البيعة

হে মুসলিম ভ্রাতৃমন্ডলী!

ইসলাম সুশৃংখল জীবন-যাপন পছন্দ করে। বাই'আহ এর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পর কাজের যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় তা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়। সামাজিক জীবন-যাপন ও সাংগঠনিক ভাবে ইসলামী দাওয়াহ এর জন্যে এটার বিশেষ প্রয়োজন ও বটে। কারণ মানুষ একে অপরের উপর দায়িত্বশীল। একজন অপর জনের নিকট জবাবদিহী থাকবে। এরূপ যদি জবাবদিহীতা না থাকে তাহলে মানুষ প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসারী হয়ে পড়বে। এরূপ বিশৃংখল জনসমষ্টির দ্বারা কোন কল্যাণকর কাজের আশা করা যায় না। ইসলামী দাওয়াহ এর ক্ষেত্রেও তা ফলপ্রসু কোন পদক্ষেপ নয়। আজকের এ সেমিনার বাই'আহ এর মাধ্যমে মানুষের সুশৃংখল জীবন ভাঙ্গতে চায় না। চায় এ শব্দের ও হুকুমের সঠিক ব্যবহার। এ শব্দ ছাড়াও আমরা সামাজিক ও সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্যে কিছু শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যথাঃ ওয়াদা নামা, চুক্তি নামা, প্রতিশ্রুতি নামা, শপথ নামা ইত্যাদি। এগুলো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংগঠনিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ইসলামী শরীআহ সম্মত। সুতরাং বাই'আহ শব্দের ব্যবহার ছাড়া ও আমরা মজবুত দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারি। আজ আপনাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি শব্দ উপস্থাপন করছি। যথাঃ

১. আলআহ্দঃ আলআহ্দ অর্থ প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা, শপথ, চুক্তি, অঙ্গীকার। এটা একজন অপর জনের জন্যে ব্যবহার করতে পারেন। এটি পালন করা ও ফরয। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً.

পিতৃহীন বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৩১]

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকরা পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।[৩২]

২. আক্বদঃ আক্বদ অর্থ বন্ধ, চুক্তি। পরস্পর কাজের চুক্তিকে আক্বদ বলে। এটি পালন করা ফরয। আল্লাহ বলেন,

[30]. বুখারী, মুসলিম, আরবী মিশকাত হা/৫৩৮২, বাংলা মিশকাত মীনা বুক হাউস পৃষ্ঠা-৭৫৩; হাদীস-৫১৪৯।

[31]. সূরা বাণী ইসারঈল, আয়াতঃ ৩৪।

[32]. সূরা নাহল, আয়াতঃ ৯১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

হে মু'মিনগণ তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলো পালন কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলো হালাল নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা ইচ্ছামত হুকুম করে থাকেন।[৩৩]

৩. ওয়াদাঃ ওয়াদা অর্থ প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা। ওয়াদা পালন করা ফরজ। এটা ভঙ্গকারীকে ইসলাম মুনাফিকের অন্তর্ভূক্ত করেছে।

উপসংহারঃ উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বলতে পারি খলিফাতুল মুসলিমীন বাই'আহ দিতে পারেন এবং মুসলিমগণ তার নিকট বাই'আহ গ্রহণ করবেন। খলিফাতুল মুসলিমীন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এটা পরিত্যাগকারী কবীরাহ গুনাহের শামিল হবে। খলিফাতুল মুসলিমীন বিহীন দলীয় ও সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে বাই'আহ শব্দের ব্যবহার ও এর হুকুম প্রয়োগ সঠিক নয়। আশা করি ইসলামী নেতৃবৃন্দ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

অবশ্য দলীয়, সাংগঠনিক ও সামাজিক যাবতীয় কাজে পরস্পর আহদ, আকদ ও ওয়াদা নেওয়া যায়। ওয়াদা নেয়ার পর ওয়াদাকৃত কর্ম সম্পাদন করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং বাই'আহ ছাড়া সামাজিক বন্ধন মূলক কাজ দুর্বল হয়ে পড়বে না। বর্তমান পেক্ষাপটে বাই'আহ বিহীন কোন মানুষ মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে না। তবে বাই'আহ বিহীন মানুষদেরকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সাধ্যমত ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বাই'আহ ভুক্ত মানব গোষ্ঠীকেও আধুনিক বাই'আহ এর ভিত্তিতেই মুসলিমকে ভালবাসা ও শত্রুতা করার হীন মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। ঈমানের ভিত্তিতে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট প্রতিষ্ঠার[৩৪] আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী জীবন ও সমাজ গঠনের তাওফীক দিন। আমীন!

[33]. সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ১।

[34]. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS) কতৃক প্রকাশিত "ইসলামী রাষ্ট প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি" ও "তোমার দীন কী?" প্রবন্ধগুলো সংগ্রহ করুন- প্রকাশক।

এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)
পশ্চিম সুবিদবাজার, লাভলী রোড এর মোড়, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭১২ ৬৬ ৮৩ ৪৫
Email: ecs.sylhet@gmail.com.
Web: www.banglaislam.com



Education Center Sylhet